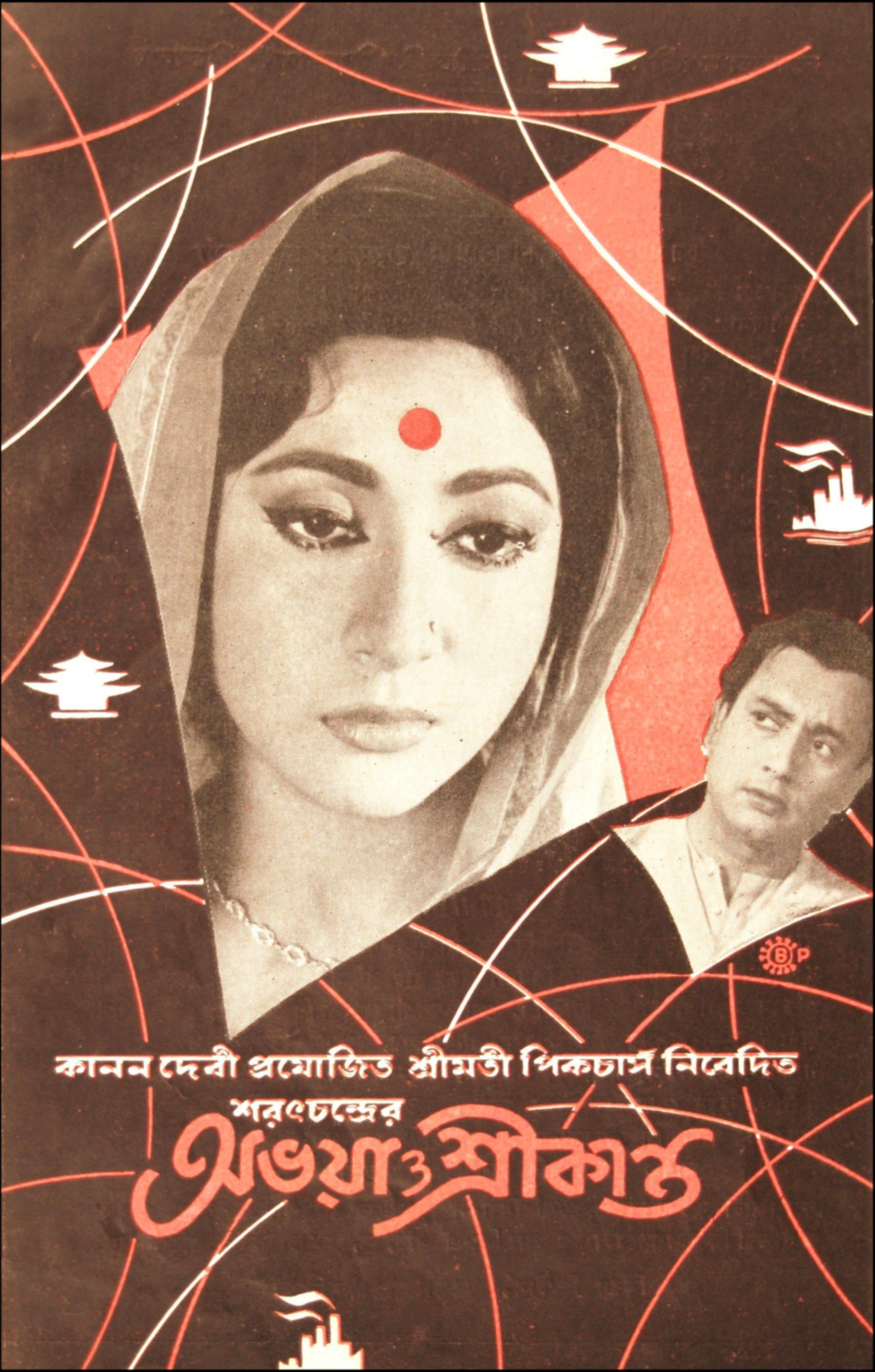
কানন দেবী প্রমোজিত শ্রীমতী পিকচার্স নিবেদিত
শরৎচন্দ্রের
অভয়া ও শ্রীকান্ত

কানন দেবী প্রযোজিত শ্রীমতী পিকচার্সের নিবেদন

শরৎচন্দ্রের

অভয়া ও শ্রীকান্ত

চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় : **হরিদাস ভট্টাচার্য্য**

সঙ্গীত :	পবিত্র চট্টোপাধ্যায়	চিত্রগ্রহণ :	সৌমেন্দু রায়
সম্পাদনা :	সন্তোষ গাঙ্গুলী	প্রধান কর্মসচিব :	প্রভাত দাস
শিল্প-নির্দেশনা :	কার্ত্তিক বসু	গীত রচনা :	শ্যামল গুপ্ত
শব্দগ্রহণ :	বাণী দত্ত	নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত :	হেমন্ত মুখার্জ্জী
	সোমেন চ্যাটার্জ্জি		শ্যামল মিত্র
	অনিল দাসগুপ্ত		আরতি মুখার্জ্জী
রূপসজ্জা :	মনোতোষ রায়	প্রচার সচিব :	ফণীন্দ্র পাল
পটশিল্পী :	রামচন্দ্র সেণ্ডে	যন্ত্র-সঙ্গীত :	সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা
সাজসজ্জা :	দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই	প্রচার-শিল্পী :	পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য্য
স্থির চিত্রগ্রহণ :	এড্না লরেঞ্জ	পরিচয় লিখন :	দিগেন ষ্টুডিও
	তারা দাস	সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা :	
ব্যবস্থাপনা :	নিতাই সরকার		শ্যামসুন্দর ঘোষ

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : প্রবোধ ব্যানার্জ্জী ও প্রদীপ নিয়োগী ॥ চিত্রগ্রহণে : পূর্ণেন্দু বোস ॥ শব্দগ্রহণে : ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সম্পাদনায় : অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য ও রথীশ সাহা ॥ শিল্পনির্দেশনায় : রবি দত্ত ॥ সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনায় : জ্যোতি চ্যাটার্জি, ভোলা সরকার, গোপাল ঘোষ, এডেল ॥ পরিস্ফুটনে : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, মোহন চট্টোপাধ্যায় ও বীরেন গুহ ॥ রূপসজ্জায় : অনাথ মুখার্জি ও বিলু রাণা ॥ সাজসজ্জায় : গণেশ মণ্ডল ॥ ব্যবস্থাপনায় : দুখীরাম নায়ক, লক্ষ্মী দত্ত ও চিত্ত মণ্ডল আলোক সম্পাতে : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, হরেণ গাঙ্গুলী, অভিমন্যু, দুখীরাম, সুদর্শন, মারু, পাঁচু ও কেষ্ট ॥

: রূপায়ণে :

মালা সিন্‌হা, বসন্ত চৌধুরী, বিকাশ রায়, দিলীপ রায়, বাসবী নন্দী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা দে, তরুণকুমার, জহর রায়, বঙ্কিম ঘোষ, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিধন মুখার্জি, নৃপতি চ্যাটার্জি, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, মণি শ্রীমানি, রথীন ঘোষ, অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাত দাস, প্রনব রায়, খগেন পাঠক, প্রীতি মজুমদার, সাধন সেনগুপ্ত, মধু দত্ত, বুবু গাঙ্গুলী, শক্তিপদ দত্ত, প্রদ্যোৎ চ্যাটার্জি, সুনীত মুখার্জি, কুমুদ ঘোষ, হীরালাল চৌধুরী, সত্য কুণ্ডু, মিঃ উইলিয়াম, মিস ওয়াই এড্‌সেড্, পান্নালাল চক্রবর্ত্তী, বাবলু ভট্টাচার্য্য, ভোলানাথ কয়েল, অনিল বাগ, অসিত বোস, মণি দাশগুপ্ত ও আরোও অনেকে ।

ক্যালকাটা মুভীটোন ও টেকনিসিয়ানস্ ষ্টুডিওতে আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারিজ প্রাঃ লিঃ-এ আর, বি, মেহ্‌তা কর্ত্তৃক পরিস্ফুটিত।

কিরণ প্রিন্টার্স, হাওড়া হইতে মুদ্রিত।

6.9.65.
Monday

কাহিনী

আমার এই ছন্নছাড়া জীবনে রোগকে রোগ বলে মনে করি না, বিপদে নেই ভয়, অভাবকে অভাব বলে মানি না ।

সমুদ্রকে দূর থেকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি কিন্তু এবার সেই অনন্ত অশ্রান্ত জলরাশি ভেদ করে চলেছি । চলেছি বর্ম্মায় ।

বহু মানুষের পরিচয়ের ভীড়ে অভয়ার পরিচয় স্বতন্ত্র। তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল এই ষ্টীমারে। আমার জীবনের প্রথম সমুদ্রযাত্রার চেয়েও এই মেয়েটি একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা। সমুদ্র-বক্ষে দেখেছি মহাতরঙ্গ, দেখেছি দুর্জয় বায়ুর বেগ—অভয়ার তেজ যেন তার চেয়েও দুর্বার। বাইশ তেইশ বছরের মেয়ে। সুন্দরী

বললে তর্ক উঠবে। কিন্তু নিতান্ত অবহেলা করবার মত মেয়েও সে নয়। তরুণীটির ললাটে এমন একটি বুদ্ধি ও বিচার-ক্ষমতার ছাপ মারা আছে যা সচরাচর আর দশজনের মধ্যে দেখা যায় না। সিঁথিতে সিঁদুর ডগডগ করছে, হাতে নোয়া ও শাঁখা—আর কোন অলঙ্কার নেই। পরণে সাদাসিধে শাড়ী।

অভয়ারসঙ্গী প্রায় তারই সমবয়সী একটি যুবক । সঙ্গীটি তার স্বামী নয়। স্বভাবতঃ তাদের সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। কিন্তু অভয়া তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর সন্ধানে বর্ম্মা অভিমুখে চলেছে।

কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে অভয়া অত্যন্ত সপ্রতিভ কিন্তু প্রগলভ নয়। অশোভন বা অসঙ্গত কিছু তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। মানুষ বশ করবার অসামান্য ক্ষমতা আছে অভয়ার।

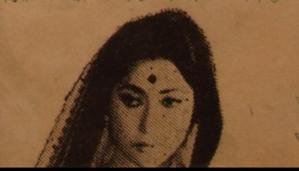

অভয়ার সঙ্গীটি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল।

সেই কারণে আমার সাহায্য ভিক্ষা করেছিল। সেই সূত্রে তার সঙ্গে আমার পরিচয়।

বর্মা সরকারের তখন খুব প্লেগের ভয়। বর্মায় পৌঁছবার পূর্ব্বে ডেকযাত্রীদের একজায়গায় দশবারো দিন আটকে থাকতে হয়। সেখানে কষ্টের সীমা নেই। আমি ডেকযাত্রী হয়েও সেই কষ্টের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলাম। কিন্তু অভয়ার জন্যে আমাকে সে কষ্ট মেনে নিতে হ'ল।

বর্মায় প্রবেশ করে অভয়ার কাছ থেকে প্রায় চার মাইল দূরে আমি আস্তানা নিয়েছিলাম। তবু অভয়ার খোঁজ-খবর নেওয়ার দায় হতে আমি অব্যাহতি পাইনি। এমন কি তার স্বামীর খোঁজ খবর নেওয়ার প্রতিশ্রুতিও আমাকে দিতে হয়েছিল।

অবশেষে অভয়ার স্বামীর খবরও পাওয়া গেল।

পতি নারীর দেবতা, তার ইহকাল, পরকাল। তবু এই লোকটির পাশে অভয়াকে কল্পনা করতে সমস্ত দেহমন সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে।

লোকটি মিথ্যুক, চোর, নোংরা ও ইতর। তার ওপর বর্মীজ মেয়ে বিয়ে করে রীতিমত সন্তান-সন্ততি নিয়ে এখানে ঘর সংসার পেতেছে।

চুরির দায়ে লোকটির চাকরী চলে যাচ্ছিল। আমার হাতেই তার কেসের নিষ্পত্তি করবার ভার পড়েছিল। চাকরি বজায় রাখবার জন্যে আমার খাতিরে সে অভয়াকে নিজের কাছে নিয়ে গেল।

অভয়ার কথা বলতে বলতে আর একজনের সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি। সেই একজন হ'ল অভয়ার বর্ম্মা অভিযানের সঙ্গী রোহিণী। অভয়ার প্রতি তার নিরুচ্চারিত প্রেমের গভীরতা সমস্ত ধর্মাধর্ম, পাপপূণ্যের উর্দ্ধে আপনার মধ্যে আপনি দিনের পর দিন প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল।

অভয়া একদিন ফিরে এল সর্বাঙ্গে চাবুকের দাগ নিয়ে। সেই সঙ্গে রইল না তার পত্নীত্বের অধিকার, মা হওয়ার অধিকার। সমাজ, সংসার, আনন্দ কিছুতেই আর তার বিন্দুমাত্র অধিকার রইল না। বিনা দোষে তার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থ পঙ্গু হয়ে গেল।

কিন্তু অভয়া সমাজকে ভয় করেনি, দ্বিধা করেনি আজন্মের সংস্কারকে উপেক্ষা করতে। অভয়ার মত মেয়ের পরিচয় পেয়েছি— মনে মনে বলি, শ্রীকান্ত তোমার বর্ম্মা-যাত্রা সার্থক হয়েছে।

(১)

এই নদী বয়ে যায় কি যেন আশায়
বাঁধন ভেঙে যে সাগরে মিলায়
তার মনের খবর আকাশ বাতাস
বলে না আমায়
দুই তীরে তার স্নেহের দানে
জীবন ভরায় সকল খানে
কভু ভরা তরী কিনারে ডোবায়
কোন পথচাওয়ার কাজল চোখে
কাজল মুছায়
খেয়ালী এই ঢেউয়ের কোলে
এই আলো এই ছায়া দোলে
জোয়ার ভাঁটার এমন খেলায়
কারে সে ভোলায়
সে যে কিসের দ্বিধায় আপনজনে
কি সুখে হারায়॥

(২)

তুই চাওয়ার মত চাইতে যদি পারিস
মিলবে হরি তোর দীনবন্ধু হরি তোর
কৃপাসিন্ধু হরি তোর
সব দীনতা ধুইয়ে দিতে ঝরুক আঁখি-লোর
মনের অমন পরশমণি
দিলি ধুলায় ফেলে
(ওরে মন) সাধের মানব জন্ম পেয়ে
কাটাস অবহেলে
তুই নকল সোনার ধাঁধায় পড়ে
(শুধু) রইলি যে বিভোর
আপনাকে তুই চালাক ভেবে ঠকিয়ে গেলি কাকে
আড়াল থেকে এক জনা যে হিসেব লিখে রাখে
জীবন তো আর থাকবে নারে
চিরকালের তরে
গরব করে মিছেই এত
জমা করিস ঘরে
ও তোর শেষের সেদিন আসবে যখন
ওরে টুটবে মায়া ডোর॥

চণ্ডীমাতা ফিল্মসের আগামী উপহার

এমকেজি প্রোডাকসন্সের নিবেদন

মুখুজ্জে পরিবার

রচনা·পরিচালনা·অজিত গাঙ্গুলী·সঙ্গীত·মানবেন্দ্র মুখার্জী

শ্রীঅরূপ প্রোডাকসন্সের

মণিহার

পরিচালনা·সলিল সেন·সঙ্গীত·হেমন্ত মুখার্জী

সলিল দত্ত প্রযোজিত ও পরিচালিত·উত্তম·সুপ্রিয়া অভিনীত

শুধু একটি বছর

কাহিনী·গৌরীপ্রসন্ন·সঙ্গীত·রবীন চ্যাটার্জী

দিলীপকুমার·ধর্ম্মেন্দ্র·প্রণতি·বিকাশ·অভিনীত

জরাসন্ধের

পাড়ি

পরিচালনা·জগন্নাথ চ্যাটার্জী·সঙ্গীত·সলিল চৌধুরী